Journal of Cultural Research Studies, *Vol-II Issue-2 (2023), p.41-46.* (ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

বাংলা হাসির গান ও রজনীকান্ত সেন

প্রজ্ঞাপারমিতা রায়

সহকারি অধ্যাপিকা

বাংলা বিভাগ, শিরাকোল মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সারসংক্ষেপ:

বাঙালি সমাজে গীতিকার, সুরকার হিসেবে রজনীকান্ত সেনের একটা ভূমিকা রয়েছে। স্বদেশী গান লিখে তিনি সমকালে খ্যাতি পেয়েছিলেন। এছাড়া বাংলা গানের বহু বিচিত্র ধারাটি তার গানে ফিরে ফিরে এসেছে। গুরুগম্ভীর গানের পাশাপাশি বেশ কিছু হাসির গান তিনি রচনা করেছিলেন। সেগুলির অবদান কোন অংশে কম নয়। এক্ষেত্রে অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তথাপি মানব জীবনের দুঃখ দুর্দশার পাশাপাশি মহৎ জীবনের কথা রজনীকান্ত যেভাবে তুলে এনেছেন তা স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে হিউমার হয়েছে তার হাসির গানের প্রধান অবলম্বন।

সূচক শব্দ: *হাস্যরস, হিউমার, মজলিশী গান*

ভূমিকা:

হাসি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।সাধারণত আনন্দানুভূতি প্রকাশের জন্যই মানুষ হেসে থাকে। তবে অন্যের ভ্রান্তি, অসঙ্গতি ও অক্ষমতা দর্শনেও হাসির উদ্রেক হয়। হাস্যরসের যত ভাগ আছে তার মধ্যে হিউমার শ্রেষ্ঠ, হিউমারকে বাংলায় করুন হাস্যরস বলে। আরেক রকম হাসি আছে, যা বুদ্ধিদীপ্ত, ইংরেজিতে যাকে উইট বলে। প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনায় এগুলির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা কবিতা বা গানের মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা প্রাচীন বা মধ্যযুগের ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় হাস্যরসের অভাব নেই। তবে গানের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে পথ অনুসরণ করেছিলেন তাকেই সুচারুরূপে ব্যবহার করেছেন রজনীকান্ত সেন। তার হাসির গানগুলিতে হিউমারের ছড়াছড়ি, উইটও সেখানে এসেছে। সামাজিক অসংগতিগুলিকে তিনি এই দু'ইয়ের সংমিশ্রনে নির্মাণ করেছেন।

বিষয়বস্তুর বিস্তার:

ঐতিহ্যবাহী বাংলা গানের এক বিশিষ্ট ধারা হাসির গান। আজ প্রায় লুপ্ত হয়ে এলেও একসময় যথেষ্ট বেগবান ছিল এই গীতিধারা। রজনীকান্ত অবশ্য প্রায় সমসময়ের আর এক বিখ্যাত গীতিকার-সুরকারের প্রভাবেই হাসির গান লিখতে শুরু করেন-তিনি বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান রচনায় যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তার

রূপায়ণেও তেমনি। দ্বিজেন্দ্রলালের গান ও তাঁর গায়নভঙ্গি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, মুগ্ধ করেছিল রজনীকান্তকেও। সরকারি চাকরির দৌলতে দ্বিজেন্দ্রলালকে নানা জায়গায় থাকতে হয়েছে। রাজসাহীতে থাকার সময় রজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।[১]

দ্বিজেন্দ্রলালকে ঘিরে তাঁর সরকারি নিবাসে তখন তাদের হাট, হাসি-হুল্লোড়। একদিন অক্ষয়বাবু রজনীকান্তকে নিয়ে গেলেন সেই মজলিসে। সবার অনুরোধে দিজেন্দ্রলাল সভায় গাইলেন তাঁর বিখ্যাত হাসির গান "আমরা ও তোমারা"।

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই,আর তোমরা বসিয়া খাও।

আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি, আর তোমরা নিদ্রা যাও।

বিপদে আপদে আমরাই পড়ে লড়ি, তোমরা গহনাপত্র ও টাকাকড়ি অমায়িকভাবে গুছায়ে, পালকি চড়ি দ্রুত চম্পট দাও।[২]

সারা ঘর তার গানের গমকে চমকে চমকে উঠছে। রজনীকান্তের মনেও এসে গেছে এক আলোড়ন। কদিন বাদে অক্ষয়বাবুকে বাড়িতে ডেকে এনে রজনীকান্ত শোনালেন দ্বিজেন্দ্রলালের সুরেই মেয়েদের বক্তব্য। তাঁর কবিতার নাম এবারে একটু উল্টো-'আমরা ও তোমরা' নয়-'তোমরা ও আমরা'।

আমরা রাধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো,আর তোমরা বসিয়া খাও,

আমরা দু'বেলা হেঁসেলে থামিয়া মরি গো আর (খেয়ে দেয়ে) তোমরা নিদ্রা যাও ।

আজ এ-বিপদ, কাল ও বিপদ করি গো হাতের দুখানা গয়না ও টাকা কড়ি গো,

না দিলে পরম প্রমাদে, প্রেয়সি, পড়ি গো'

বলি, লয়ে চম্পট দাও।[৩]

এই গান লেখার পর মেয়েদের আসরে রজনীকান্তের খাতির গেল বেড়ে। আত্মপক্ষ সমর্থনের এত বড় অবলম্বন পেয়ে তারা রজনীকান্তকে তাঁদের পরম আত্মজন ভেবে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়া দিলেন। এর পর থেকেই রজনীকান্তের সৃষ্টিতে একটি নতুন পালক সংযোজিত হল।

হাসির গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্তের পথ-প্রদর্শক হলেও বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের সঙ্গে রজনীকান্তের হাসির গানের একটা প্রভেদ আছে। রজনীকান্তের হাসির গানে হাসি আর করুণার যে মেশামেশি, মাখামাখি তা কিছু দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে অনুপস্থিত। এ-প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের মন্তব্যটি স্মরণীয় "দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুষ্ক শীতের বাতাস হয়, রজনীকান্তের হাসির গান বর্ষার জলভারাক্রান্ত পুবের

বাতাস"[৪] হাস্যরস সম্পর্কে রজনীকান্তের নিজের মত হল --- যে হাস্যরসের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অসামান্য গভীর ভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই

উৎকৃষ্ট হাস্যরস। হাস্যরস যদি প্রচ্ছন্নভাবে উপদেশ-মূলক হয়, তাহা হইলে হাস্যরস ইহজগতে কখনই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নয়।[৫]

রজনীকান্তের হাসির গান তিন শ্রেণির। উপদেশ মিশ্রিত হাসির গান, সমাজ সম্পর্কীয় হাসির গান এবং বিশুদ্ধ উপভোগের জন্য হাসির গান। উপদেশ মিশ্রিত হাসির গান মানেই এই নয় যে, রজনীকান্ত গুরুর আসনে বসে গুরুগম্ভীর কথায় উপদেশ দিয়েছেন। উপদেশ দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তা পাঠকের উপদেশ বলে বোধ হবে না, এমনি তাঁর রচনার মুনশিয়ানা। সাধনার ধন' নামাঙ্কিত গানে রজনীকান্ত লেখন -

সে কি তোমার মত, আমার মত, রামার মত, শ্যামার মত, ডালা কুলো ধামার মত—যে পথে ঘাটে দেখতে পাবে...

সে কি রে মন, মুড়কী মুড়ী, মন্ডা জিলাপী কচুরি? যে, তাম্রখন্ডে খরিদ হয়ে উদরস্থ হয়ে যাবে?

...মন নিয়ে আর কুড়িয়ে মনে, ব্যাকুল হ'তার অন্বেষণে, প্রেম-নয়নে সঙ্গোপনে, দেখবে, যেমন দেখতে চাবে।[৬]

হাস্যরসের মিশ্রণে সোজা সরল কথায় গুরুগম্ভীর উপদেশ- সাধনার ধন পাবার জন্য আকুল হয়ে ব্যাকুল হাবার যে ইঙ্গিত এই গানে তো অপূর্ব। এই ভাবে রজনীকান্ত তাঁর বহু গানেই হাস্যরসের সঙ্গে শান্ত রস মিশিয়ে দিয়েছেন আর সত্যসত্যই এই সব গানের মধ্য দিয়ে শান্তরসের স্নিগ্ধ স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বয়ে যাচ্ছে। “আছ্ ত' বেশ মনের সুখে" উপদেশ মিশ্রিত হাসির গানের আর একটি দৃষ্টান্ত -

আছ্ ত' বেশ মনের সুখে....

দিয়ে লোকের মাথায় বাড়ি, আনলে টাকা গাড়ি গাড়ি যত খুন ডাকাতি প্রবঞ্চনা, মদ গাজা ভাঙ্গ বারাঙ্গনা,এর মজা বুঝবে সে দিন,

যে দিন যাবে সিঙ্গে ফুঁকে![৭]

এই ধরনের আরও বহু গান আছে। দেশের, সমাজের নানা স্তরের মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি, গ্লানি-ভন্ডামি ইত্যাদি নানা ধরনের কদাচার-ব্যভিচারের প্রতি রজনীকান্ত ছিলেন খড়্গহস্ত। কিন্তু তিনি কখনই ব্যক্তিবিশেষের উপর আক্রমণ করেননি, বিষেষপূর্ণ গান লেখেননি। জাত্যভিমানী অহঙ্কারী ব্রাহ্মণদের নিয়ে লিখেছেন --

আমরা ব্রাহ্মন বলে নোয়াব না মাথা কে আছে এমন হিন্দু? আমাদেরই কোনো পূর্বপুরুষ গিলে ফেলেছিল সিন্ধু?গিরি-গোবর্ধন ধরে ছিল যেই, মেরেছিল রাজা কংসে, তার বক্ষে যে লাথি মারে, সে যে জন্মেছিল এ বংশে। বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন ধোলাই পৈতে, তোমারা মোদের সম্মান করিবে সে কথা আবার কইতে?[৮]

ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, ডেপুটি প্রভৃতি নানা পেশার লোকেদের অন্যায় কাজ, মিথ্যাচারণ আর ভন্ড স্বদেশী নেতাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রজনীকান্তের লেখনী সর্বদা সচল ছিল। 'ডাক্তার' শীর্ষক গানের এক স্থানে বলেছেন-

Medical certificate-এর জন্য

এলে ধনী কেহ,
ঐ, জলপানি কিঞ্চিৎ হাতিয়ে, বলে দেই,
'অতি রুগ্ন দেহ,
আমার চিকিৎসার নীচে আছেন,
জানিনে মরেন কিম্বা বাঁচেন,
এর ব্যারাম ভারি শক্ত, ইনি
হাই তোলেন আর হাঁচেন;
আর কষ্ট হলেই কাঁদেন,আর
আহ্লাদ হলেই নাচেন ;[৯]

আবার 'মোক্তার'দের নিয়ে লিখেছেন:

আমরা, মোক্তারি করি কজন,
এই, দশ কি এগার ডজন
কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে আমাদের বড্ডই কম জন।
...
দুটো ইংরেজী কথাও জানি,
শুধু ভুলেছি Grammar খানি,
এই 'I goes', 'they eats' বেরোয়া ক'রে খুব টানাটানি।[১০]

এই সকল গানে আর একটি জিনিস লক্ষনীয় যে বাংলার সঙ্গে ইংরাজী কথা মিশিয়ে রজনীকান্ত কি চমৎকার সরসতা সৃষ্টি করেছেন। এই ধরনের বাংলা-ইংরাজী মেশানো তাঁর বহু গান আছে, আর তা সবই হাসির গান।

তোরা ঘরের পানে তাকা;

এটা করা রুমালের মত,

বাইরে একটু আতর মাখা।[১১]

'সমাজ' শীর্ষক এই গান ও আন্যান্য অনেক গানেই রজনীকান্ত আধুনিকসমাজের দুরবস্থার ছবি তুলে ধরেছেন। 'বৈয়াকরণ-সম্পতির বিরহ', 'উপরিক' এবং 'বুড়ো বাঙাল' নামাজিক গানগুলি বিশুদ্ধ আমোদমুলক হাসির গানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

“বৈয়াকরণ-দম্পতির বিরহ' গানখনির কিয়দংশ উদ্ধৃত করি ....

(পত্র)

কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি ;

যাবে বিরহের ভোগ, হবে শুভ-যোগ,

দ্বন্দ্ব সমাসে হইব বন্দী।

(উত্তর)

প্রিয়ে, হ'য়ে আছি বিরহে হসন্ত ;

শুধু আধখানা কোনমতে রয়েছি জীবন্ত।

কি কব ধাতুর ভোগ, নানা উপসর্গ রোগ,

জীবনে কি লাগায়েছে বিসর্গ অনন্ত![১২]

রজনীকান্ত তাঁর রোজনামচা-য় লিখেছিলেন -- প্রকৃত Humour (ব্যঙ্গ) তাই, যাতে সমাজ বা ব্যাক্তিবিশেষের weakness (গলদ) দেখিয়ে, তার ridiculous side expose করে (হাস্যরসাত্মক বিকৃত দিকটা লোকের সামনে ধরে) সাধারণভাবে শিক্ষা দেয়।[১৩] রজনীকান্তের হাসির গানে তারই কথিত প্রকৃত Humour-এর দেখা আমরা সবসময় পাই। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি, দুঃখ-দুর্দশ ছাড়াও মানুষের জীবনে যে বৃহত্তর দিক রয়েছে, মানুষকে সেদিকে সজাগ করাই রজনীকান্তের গানের মূল লক্ষ ।

তথ্যসূত্র

১. কান্তকবি রজনীকান্ত (জীবনী) [হৃষীকেশ সিরিজের নং ৪] —নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। বেঙ্গল বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৩২৮ (জন্মশতবর্ষ-পূর্তি সংকলন) । জিজ্ঞাসা সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৭২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭৫।

২. কান্তবাণী (রচনা সংগ্রহ) [দ্রষ্টব্য-ভূমিকাংশ]—সম্পাদন দীপ্তি ত্রিপাঠী। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬৯।

৩. কান্তকবি রজনী (রচনা সংগ্রহ) [দ্রষ্টব্য-ভূমিকাংশ]— যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। (কল্পতরু গ্রন্থাবলী নং ৩৫) । ভট্টাচার্য এণ্ড সন্‌স, কলকাতা, ঢাকা ময়মনসিংহ ১৯২৩।

৪. কান্তকবি রচনাসম্ভার [দ্রষ্টব্য-ভূমিকাংশ, রচনা বিবরণ]—সম্পাদনা প্রমথনাথ বিশী। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৬৯।

৫. রজনীকান্ত সেন (জীবনী) [সাহিত্য চরিতমালা-৭৯ সংখ্যা, ৭ম খণ্ড]—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৫৭, দ্বিতীয় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮।

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) [দ্রষ্টব্য-সাহিত্য ও সঙ্গীত আলোচনা, পৃষ্ঠা ৬২-৬৫]—সুকুমার সেন। বর্ধমান সাহিত্য সভা, বর্ধমান, ১৯৫৮।

৭. বাংলা সঙ্গীতের রূপ (প্রবন্ধ) [দ্রষ্টব্য-রজনীকান্তের গান] — সুকুমার রায়। এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭৬।

৮. বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত (প্রবন্ধ) [দ্রষ্টব্য- রজনীকান্তের গান]—অরুণকুমার বসু। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৭৮।

৯. বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানা দিক (প্রবন্ধ) [দ্রষ্টব্য- রজনীকান্তর জীবন ও সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা]—রাজ্যেশ্বর মিত্র। জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৬৩।

১০. বাঙালীর গীতচর্চা (প্রবন্ধ) [দ্রষ্টব্য-প্রসঙ্গ রজনীকান্তের গান]—নারায়ণ চৌধুরী। জিজ্ঞাসা, কলকাতা, মার্চ ১৯৮৩।

১১. সঙ্গীতকোষ [দ্রষ্টব্য-রজনীকান্তের গান]—করুণাময় গোস্বামী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫।

১২. রজনীকান্তের গান (স্বরলিপি সহ নির্বাচিত সঙ্গীতগ্রন্থ-১) [দ্রষ্টব্য-ভূমিকাংশ]—সম্পাদনা মনোরঞ্জন সেন, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭৮।

১৩. রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ [দ্রষ্টব্য-রজনীকান্তের অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী, উইল, বিভিন্নজনের স্মৃতিকথা ইত্যাদি]—সম্পাদনা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, 2000।